প্রথম আলো

তারিখ · 20 FEB 2009
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

ডুয়েট ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষ, অর্ধশত আহত

ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

গাজীপুরে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ডুয়েট) ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে অর্ধশত নেতা-কর্মী আহত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে ছাত্রলীগের সামিউল-বাতেন পক্ষ ও মাসুম-জহির পক্ষের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয়। গুরুতর আহত চারজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে এবং অন্যদের গাজীপুর সদর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ঘটনার পর ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন একতা সুপার মার্কেটে ছাত্রলীগের বিবদমান দুই পক্ষের দুই কর্মীর মধ্যে কথাকাটাকাটির জের ধরে সন্ধ্যার পর দুই পক্ষই লোহার রড ও লাঠিসোটা নিয়ে ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয়। রাত সাড়ে আটটার দিকে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

একপর্যায়ে সামিউল-বাতেন গ্রুপ পিছু হটে। এরপর মাসুম-জহির গ্রুপ ক্যাম্পাসে মহড়া দেয়। তারা ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ভেতরে অবস্থান নেয় এবং সামিউল-বাতেন পক্ষের কর্মীদের বাইরে রেখে মূল গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। একপর্যায়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে গিয়ে সামিউলকে খুঁজতে থাকে। কিছুক্ষণ পর ছাত্রকল্যাণ পরিচালক শিক্ষকদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন। এরপর ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশের উপস্থিতিতেই রাত ১০টার দিকে মাসুম-জহির গ্রুপের কর্মীরা প্রতিপক্ষের কর্মী শাহাদতকে ধাওয়া করে। তাঁকে ধরতে না পেরে তাঁর কক্ষে ভাঙচুর চালায়। ক্যাম্পাসে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রলীগের কোনো কমিটি না থাকায় প্রায়ই দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ বাধে বলে দলীয় কর্মীরা জানায়। তবে গতকালের ঘটনার জন্য দুই গ্রুপ পরস্পরকে দায়ী করেছে।

ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক ড. নঈম শেখ বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া নিয়ে যেন কোনো বিশৃঙ্খলা না হয়, সে জন্য দুপুরে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ওই সময় উভয় পক্ষের মধ্যে মোটামুটি একটা সমঝোতা হয়। এরপরও সংঘর্ষ কী জন্য ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হবে। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।